বিপ্রতীপ ভালোবাসা - ৫

মুর্শেদুল কবীর

(পুর্বের সংখ্যাগুলো পড়ার জন্যে 'পুর্ব' সেকশানে টোকা মেরে পড়ুন)

- তা একটু আধটু করছে। আচ্ছা, তুমি তো ফোনে খাজুরে আলাপ করার লোক নও। ফ্রেশ মুডে আছো মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার বলো দেখি?

- কোন ব্যাপার না, পরীক্ষার সময়ই শুধু শপিং করতে মন চায়, তাই না? একজন ফোনে ম্যরাথন আড্ডা দেয়, আরেকজন শপিং করে বেড়ায়। তোদের দেখলে কে বলবে তোদের সামনে ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা।' হালকা মজা করল রাজন।

-পরীক্ষা কারো পেছনে থাকে না, সামনেই থাকে, বিনা পয়সার উপদেশ শুনাবার জন্যই কি ফোন করেছ?'

- বিনা পয়সায় না রে, আমার আজ নগদে বিল দেয়া লাগবে, শোন, একটা কাজ আছে. তুই তো এখন রাইফেলস্ স্কয়ারে তাই না?

- কোন সন্দেহ নাই,

-ভালই হল, শোন, তোর বান্ধবী লোপার জন্য দেখেশুনে একটা গিফট্ কিনে আমার বাসায় দিয়ে যা, আমি তোকে টাকা দিয়ে দেব, তোর গাড়ীর তেলর দাম সহ' আবার মজা করল ও।

- ও এই ব্যাপার!' ও মজা করল তা লোপার জন্য হঠাৎ গিফট কেন? বিশেষ কোন ঘটনা আছে নাকি?'

-আরে ধ্যাৎ, বিশেষ কোন ঘটনা ফটনা না, ও জন্মদিন বাঁধিয়ে ফেলেছে, আগামি মঙ্গলবার নাকি ওর জন্মদিন!'

-কি? কাল ওর জন্মদিন?' তমা রীতিমত বিস্মিত।

-কেন তুই জানিস না? তুই না ওর বেস্ট ফ্রেন্ড?

-আমি তো জানি ওর জন্মদিন আগামী মাসে, আগামীকাল নয় !

-তুই শিওর?' রাজন থমকে গেল।

-সেন্ট পারসেন্ট, গত বছরই তো সবাই মিলে ওর বার্থ ডে সেলিব্রেট করলাম।

-তবে ও যে বল্ল কাল ওর জন্মদিন। মিথ্যুক কোথাকার!

-তোমাকে ইনভাইট করেছে?

- হ্যাঁ...

-আগামি মঙ্গলবার যেহেতু বলেছে,আমার মানে হচ্ছে সেহেতু সেই মঙ্গলবারের বিশেষ কোন একটা তাৎপর্য আছ।

এই প্রথম মঙ্গলবারের কথাটা নিয়ে ও চিন্তা করল, ঠিকই তো...জন্মদিন হলে তো ডেট বলাটাই স্বাভাবিক ছিল। নির্দিষ্ট করে 'বারের' কথা বল্ল কেন? মঙ্গলবার কয় তারিখ?...এবং সাথে সাথেই পুরো ব্যাপারটা ওর কাছে পরিস্কার হয়ে গেল। এই জন্যই তারিখটা বলেনি ও, তাহলে অনেক আগেই বুঝে যেত। তবু কেন এটা এত দেরিতে বুঝল! নিজের উপর ভীষন রাগ হল ওর। আর এমনি সময় তমা প্রায় চেচিঁয়ে উঠল, 'এ্যাইরে, সেরেছেরে! মঙ্গলবার তো ভ্যালেনটাইনস্ ডে।'

-হু, তাই তো দেখছি।

- হু, তাই তো দেখছি মানে? তুমি আগে থেকেই জানতে এটা? তাহলে এত ঢং করলে কেন?

-আরে না, এইমাত্র বুঝতে পারলাম,... হঠাৎ।
-আগে কিছু আন্দাজ করতে পারনি? তুমি তো দেখছি বিরাট গবেট।
-আচ্ছা ঠিক আছে, আমি না হয় বিরাট গবেট, কিন্তু মহামান্যা জ্ঞান কন্যা, আপনি আর কি কি আন্দাজ করতে পেরেছেন?
-ভ্যালেনটাইনস্ ডে তে একজন তরুনি মেয়ে একজন যুবককে তার বাসায় বিশেষ ভাবে আমন্ত্রন জানিয়েছে। এখানে আলাদা কওে আবার আন্দাজ করা করির কি আছে?
-সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তাই বলে এমন ডাহা মিথ্যা বলে?
-শোনো, শুধু শুধু মিছে বলার মত মেয়ে ও নয়। তোমার সাথেও বলেনি। এমনও তো হতে পারে যে, ভালবাসার জন্মদিন বলতে গিয়ে, মানে ভালবাসা দিবসের কথা বলতে গিয়ে নিজেরটা বলে ফেলেছে।' হাসতে হাসতে বল্ল তমা।
মঙ্গলবার তো? এখনও সপ্তাহ খানেক বাকি। তুমি গিফট নিয়ে ওর বাসায় যাও, দেখ তারপর কি হয়। আমি গিফট নিয়ে আসছি।
-ধুর, আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই না? স্টুপিডটার কথা আমি তখনি অবিশ্বাস করেছিলাম। শোন আমি রাখি, তুই তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যা, রাত অনেক হয়েছে।' তমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ও লাইন কেটে দিল। লোপা যে ওর সাথে এমন করবে তা ও কোনদিন চিন্তাও করেনি। মিথ্যুকের সাথে রাজনের কোন কথা নেই। রাজন মনে মনে তৃপ্ত হল- যাক্, ওর পাল্লা থেকে রেহাই পাবার ভাল একটা অজুহাত পাওয়া গেল। আর ওর বাসায় যাবার তো প্রশ্নই উঠে না। এখন থেকে ফোনের বিল ও লোক দিয়ে নিয়ে যেতে বলবে, ও ওর কেনা গোলাম না। লোপার ব্যাপারটা ও মাথা থেকে পুরো ঝেরে ফেল্ল। এরপর ওর আব্বুকে ফোন করে ফোনের মেকানিক আনতে বল্ল। ফোন করে ফেরার সময় ভেবেছিলো এক পাতা ডিসপ্রিন নিয়ে যাবে, ভীষণ মাথা ধরেছিলো, কিন্তু জুলিয়ার সাথে কথা বলার পর সেটা যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। মনে মনে প্লান করল আগে থেকে জুলিয়াকে কিছু জানাবে না, কাল ওদের বাসায় যাবে, পরশুও যাবে, পারলে ১৪ তারিখের আগে আরো একবার যাবে। তাতে করে, ও ভ্যালেনটাইনস্ ডে'র দিন গেলে জুলিয়া বা ওর বাবা-মা ব্যাপারটা হয়ত কিছু সন্দেহ করবে না। তবে জুলিয়া বুঝলেও বুঝতে পারে। মেয়েরা সাধারনত অল্প বয়সেই ম্যাচিউরড্ হয়ে যায়। আর এজাতীয় ব্যাপারে ওরা চোখ কান আরো খোলা রাখে। ওর এখন কেমন যেন একটা কেয়ার লেস ভাব। জুলিয়া বুঝতে পারলেও ভাল, না পারলেও ভাল। ও বাসায় ফিরল গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে। ইন্ডিয়ান ব্যান্ড সিঙ্গার ব্যালী সাগোর নতুন একটা র‍্যাপ গান। রিলিজ পাওয়ার কিছুদিনের মাথায়ই এমটিভি মিউজিক এ্যাওয়ার্ড পেয়ে গেছে। গানের মিউজিক ভিডিওটা এরকম:- বেশ সুদর্শন এক তরুন বৃষ্টিতে ভিজে সাইকেল চালিয়ে প্রেমিকার জন্য একগাদা ফুল নিয়ে আসছে, জন্মদিনে উপহার দিবে বলে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই সে চলে আসে বলে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই সে তার প্রেমিকার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। আর সে সময়টাতে সে বিভিন্ন মধুর স্মৃতিচারনে ব্যস্ত থাকে। এক সময় দেখা যায় বৃষ্টি থামে, রোদও উঠে কিন্তু মেয়েটির আসার নাম নেই, অগত্যা ছেলেটি ফুলগুলো মেয়েটির বাসার গেটের সামনে রেখে চলে যায়। একটুপর সে বাড়ীর দারোয়ান এসে ফুলগুলো ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর অন্যমনস্ক থাকায় ছেলেটি মাঝপথে ট্রাক চাপা পড়ে। ঠিক সেই সময়টাকেই মেয়েটি তার জন্মদিনের কেক কাটে। একটি ছেলেকে যে সে আমন্ত্রন জানিয়েছে সেটা হয়ত তার মনেও নেই। রাজন যখন এ গানটি গাচ্ছিল ঠিক সে সময়টাতে লোপা

নিজেকে সাজাতে ভীষণ ব্যস্ত। রাজন হয়ত কোনদিনও জানবে না ঠিক এমন সময়টাতে লোপা কতটা সুখের ডালি সাজিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করার প্রস্তুতী নিচ্ছিল।

বাসায় এসে আবার মাথা ব্যাথা শুরু হল ওর এবং আস্তে আস্তে সেটা বাড়তে থাকল। এই হয়েছে এক যন্ত্রনা, রোগ একটা হলে আর দেখতে হয় না। সেটা ওর পিছু আর কিছুতেই ছাড়তে চায় না। বরং ধীরে ধীরে আরো বিকট আকার ধারন করে। সব ক্যান্সার রোগীদেরই কি এমন হয়? নিত্য নতুন একেকটা অসুখ শরীরের ভেতর বাসা বাঁধে? আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমেই কমতে থাকে বলেই কি রোগও তার ডালপালা ছড়িয়ে দেয়? সেদিন রাস্তায় ওর পাশ দিয়ে একটা লোক সিগারেট খেতে খেতে হেটেঁ গেল, আর তাতেই ও কাশতে কাশতে শেষ। এখন ও পানি ছুঁতেও ভয় পায়। যদি নিউমোনিয়া হয়ে যায়!

গত বছরের শেষ দিকে ওর ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়ে। মানুষের শরীরে প্রতি চার মাস পর পর রক্তকনিকা আপনাআপনিই পরিবর্তন হয়, এটা প্রাকৃতিক ও চিরন্তন প্রক্রিয়া, যে প্রকিয়াটি ওর রক্ত হঠাৎ করেই বছরখানের আগে বন্ধ করে দিয়েছে। তবে কৃত্রিমভাবে সেটা চালু করা সম্ভব। রাজনেরটা সেভাবেই চলছে। কৃত্রিমভাবে প্রতি চার মাস পর ওকে রক্ত দেয়া হয়। সংগৃহীত রক্তকে হাজারটা পরীক্ষা করা হয়, তারপর আবার মাঝে মাঝে ব্লাড গ্রুপ ম্যাচ করে না, করলেও ওর বডিতে স্যুট করে না, সে এক বিরাট ঝামেলা। সবচে' বড় কথা হল পদ্ধতিটা অত্যন্ত ব্যয় বহুল। ডাক্তার বলেছে আগামী মাসেই ওর ব্লাড ট্রান্সফার করা লাগবে। কিন্তু ওর তাতে কোন আগ্রহ নেই। কারন, এটা তেমন একটা নির্ভরযোগ্য নয়। বড় জোর এক কি দেড় বছর। তারপর হয়ত আর সিস্টেমটি কাজ করবে না, অর্থাৎ রাজনের আয়ু ঐ এক-দেড় বছরে গিয়ে ঠেকেছে। যদিও ডাক্তার খোলাখুলি ভাবে এখনও ওকে কিছু বলেনি। ব্যাপারটা ও আর ওর মা বাবা ছাড়া আর কেউ জানে না। মাদ্রাজের ডাক্তাররা চেকাপের পর ওকে রেজাল্ট জানানোর সময় বিভিন্ন কথা বলে স্বান্তনা দিচ্ছিল, তখন ও বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলো, আসল ঘটনাটা জানার পর ও হাফ ছেড়ে বাঁচল। যেন এমন একটা ভাব –ও, ক্যান্সার? এ আর এমন কি?' অথচ ওর আব্বু-আম্মু ওকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। মৃত্যুর আগে ও পৃথিবীটা ঘুরে ফিরে দেখতে চেয়েছিলো, ওর আব্বু সব ব্যবস্থা প্রায় কমপ্লিট করে ফেলেছিলেন, কিন্তু কি হবে শুধু শুধু মায়া বাড়িয়ে?' ভেবে শেষ পর্যন্ত ওর আর কোথাও যাওয়া হয়নি। একটা প্রাইভেট ফার্মে বেশ মোটা বেতনের চাকরি পেয়েছিলো ও। মাদ্রাজ থেকে ফিরে সেটাতে রিজাইন দিয়ে দিয়েছে। এখন ও প্রায়ই ভাবে কাজটা ঠিক হয়নি। চাকরিটা করে অন্তত: সময় কাটানো যেত। একটা মাস শুধু ও ঘরে বসে কাটাল। ঠিকমত খাওয়া হত না, ঘুম হত না। কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হত না। বাথরুমে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসত। সে এক ভয়াবহ সময় কাটিয়েছে ও। সে সময়ের স্মৃতি ওকে এখনও আতঙ্কিত করে দেয়। সাধারনত মৃত্যুর আগে মানুষের জীবনস্পৃহা বেড়ে যায়। ওর হয়েছে উল্টোটা। সার্বক্ষনিক সাথী মোবাইলটাও ঝামেলা মনে করে মামাত বোন তমাকে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু গাধীটা সেটা বিক্রি করে নতুন আরেকটা সেট কিনে ওকে আবারও ঝামেলার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ওকে এখন প্রতিমাসে বিল দিয়ে বেড়াতে হয়। তবে ও ডিশিসান নিয়েছে আগামী মাস থেকে ও আর যাবে না, লোক পাঠাবে। হোক বাসা কাছে।

ওর বেঁচে থাকার সাধ গোসল করার সাবানের মত একটু একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে। এক সময় হয়ত নি:শেষ হয়ে যেত, কিন্তু একটু সময় কাটানোর জন্য ও যখন একটা টিউশানি নিল, তখনই ঘটনা প্যাঁচ খেয়ে গেল। জুলিয়া ওকে পুরো এলোমেলো করে দিল। ওর বেঁচে থাকার

সাধ মেয়েটা ক্রমেই বাড়িয়ে তুলছে। এখন তাই ও ভাবছে টিউশানিটাই ছেড়ে দেবে, কিন্তু সেটা কি আদৌ ওর পক্ষে সম্ভব হবে? ও ফিরে গেল পাঁচ মাস অতীতে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে গিয়েছিলো ও জুলিয়াদের বাসায়। বাসার চারপাশে ডজনখানেক গলি। গলির ভেতর গাড়ি নিয়ে বাসা খোজাঁটা বেশ কষ্টকর। তাই একটা গলির মুখে ওর গাড়িটা পার্ক করে জুলিয়াদের বাসা খুজতে বেরুল। গলির গোলক ধাঁধাঁ থেকে ওদের বাসাটা খুজেঁ বের করতে ওর কাল ঘাম ছুটে গেল। কিন্তু জুলিয়ার আব্বা যখন ওকে জিজ্ঞেস করল- বাসা খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধা হয়নি তো?' ও হাসি মুখে মাথা নেড়ে জানিয়েছে যে ওর কোন অসুবিধাই হয়নি। তারপর মুখে বলেছে আপনাদের বাসাটা বড় রাস্তার আরেকটু ধারে হলে ও আরো তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে পারত। জুলিয়ার বাবা বুদ্ধিমান হলে এতেই সব বোঝার কথা। সে-ও হাসি মুখে জানাল-কি করব বাবা? যদি ভাড়াটে হতাম তাহলে এক কথা ছিল, নিজেদের বাড়ী বলেই সমস্যাটা হয়েছে। ঠিকানা বলে দিলেও সশরীরে চিনিয়ে না দিলে অনেকেই বাসা চিনতে পারে না, ভাবছি বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে আরো সামনে বাসা নেব, এভাবে গলির জটে আর কদিন পড়ে থাকব?' জুলিয়ার বাবাকে ভাল লাগল ওর। হাউজ টিউটরের সাথে প্রথম পরিচয়েই কেউ এত কথা বলে না, কিন্তু তিনি বলেছেন, আর ওর ধারনা যারা একটু বাঁচাল স্বভাবের হয় তারা সাধারনত মানসিকভাবেও একটুওনির্ঝঞ্ঝাট' প্রকৃতির হয়ে থাকে। একটুপর নাস্তার ট্রে হাতে একটি মেয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকল। লম্বা এক হারা গড়ন, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামলা, মুখটা অসম্ভব মায়াময়। ও ভেবেছিলো এটা বুঝিবা জুলিয়ার বড় বোন। তাই বয়সের ব্যাপারে ও নিশ্চিন্ত থেকেছিলো। কিন্তু ওর আব্বা যখন ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল তখন ও যেন বিষম খেল। 'এই মেয়ে টেনে পড়ে? একেই আমার একাউন্টিং পড়াতে হবে?' আসলে শাড়ি পড়াতে ওকে বড়দের মত লাগছিলো।

জুলিয়া যে ওকে স্যার ছাড়া আর কিছুই ভাকে না সেটা রাজন বেশ ভাল করেই জানে। নিজেকে ও প্রবোধ দিয়েছে অনেক। 'সম্পুর্ন নিস্কলুষ ও নির্ভেজাল সম্পর্ক আমাদের। প্রেম ভালোবাসার মত আবেগী ও স্পর্শকাতর জিনিস এখানে একেবারেই প্রশ্নাতীত।' কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি, ও প্রতিবারই নিজের কাছে হেরে গেছে।

সেদিন পড়ানো শেষ করে বাসায় ফেরার পথে ভার্সিটি ক্যাম্পাসে আড্ডা দিতে গিয়েছিলো পুরোনো বন্ধুদের সাথে। 'নিজের ছাত্রীর সাথে প্রেম? তুই আর মানুষ খুজেঁ পেলি না? নাহ্, তুই একদম ব্যাকডেটেড হয়ে গেলিরে রাজন! তোকে

খুব স্মার্ট ভাবতাম। ' হতাশ হয়ে বল্ল একজন। 'সারাজীবন শুনেছি ছাত্রীই বুঝি স্যারদের প্রেমে পড়ে, এখন দেখছি উল্টোটাও ঘটে। ' হেসে বল্ল আরেকজন। আমাদের ক্লাসের মেয়েরা কি দোষ করেছিলো? ওরা কি কম সুন্দরী ছিলো? - না, রাজনই ঠিক আছে।' আরেকজন ফোড়ন কাটল- যে যুগ পড়েছে, সেইম এইজের মাল এখন রিস্কি, পিউর বলতে গেলে তো পাওয়াই যায় না, তোর জন্য ও-ই সেইফ। তুই চালিয়ে যা রাজন, ওদের কথায় কান দিস না।' কান দেবে কি! ওর কান তো লজ্জায় লাল হয়ে গরম হয়ে উঠছিলো। রাজন জুলিয়ার ব্যাপারে ওদের তেমন একটা জানায়নি, তবুও ওরা কি করে বুঝতে পারল কে জানে? সেই থেকে আর কাউকে বলার সাহস পায়নি। শুধু অস্থির একটা বেদনা ওকে নিঃশব্দে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তবুও সুযোগ পেলেই ও সুখ চিন্তায় বিভোর হয়। মারা যাবার আগে ও একদিন জুলিয়াকে নিয়ে ভরা জোৎস্নার রাতে বৃষ্টিতে ভিজবে। হতে পারে এটা ওর একটা অলীক কল্পনা, কারন বৃষ্টি আর জোৎস্না সাধারনত একসাথে উপভোগ করা যায় না, প্রকৃতি মানুষের জন্য সাধারনত এতটা উদার কখনো হয় না। রাজন তবুও ওর কল্পনাকে আরোও

বিস্তৃত করে। কি ভাবে ঘটনাটা ঘটবে সেটা বসে বসে ভাবে। মধ্যরাত, জুলিয়া আর ও বিছানায় শুয়ে আছে। রাতে শোয়ার আগে কোন এক সামান্য ব্যাপার নিয়ে দুজনার মধ্যে হালকা ধুন্ধুমার লেগেছিলো। তাই অভিমান করে দুজন বিছানার দু প্রান্তে শুয়ে আছে। জুলিয়া হয়ত তখন মনে মনে ভাবছে রাজনের সাথে ও আর কখনও কথা বলবে না। রাজনও ভাবছে জুলিয়ার ছোটোখাটো একটা শিক্ষা হওয়া দরকার। হঠাৎ এমন সময় ওদের টিনের চালের উপর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়া শুরু হবে। জুলিয়া ভয় পাওয়া গলায় বলবে- এ্যাই শুনছ, বৃষ্টি পড়ছে।' ও বিরক্ত হয়ে বলবে- এত রাতে আবার কিসের বৃষ্টি? চুপচাপ ঘুমাও।'

- ঘুম আসছে না তো!

- ঘুম আসছে না?' রাজন শোয়া থেকে উঠে বসবে।

- না।

- তাহলে চল বৃষ্টিতে ভিজি।

- তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

- হ্যাঁ, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'-বলে জুলিয়াকে ও হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে আসবে। বাইরে তখন প্রকৃতি অদ্ভুত চমৎকার এক রুপ ধারন করে বসে আছে। উথাল পাথাল জোছনার মাঝে মুষলধারে বৃষ্টি।

মুর্শেদুল কবীর, সিডনী

(দীর্ঘ লেখা প্রেমপাখ্যান 'বিপ্রতীপ ভালোবাসা' এখানেই সমাপ্ত)